গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৬৮, E-mail: pidmymensingh@gmail.com, Facebook: PID MYMENSINGH, Website: pid.mymensinghdiv.gov.bd

সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক স্বজন
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ২৪.০১.২০২৪খ্রি.

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ/চিঠিপত্র

শিশু নির্যাতন : এর শেষ কোথায়, কীভাবে?

মোহাম্মদ ওমরফারুক দেওয়ান

২০২৩ সালের প্রথম ৮ মাসে ৪৯৩টি কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে জানাযায়। এরমধ্যে ১০১ কন্যাশিশুকে ধর্ষণের চেষ্টাচালানো হয়েছে। একক ধর্ষণের শিকার ৩২২ জন, গণধর্ষণের শিকার হয় ৭২ জন কন্যাশিশু ও প্রতিবন্ধী কন্যাশিশু রয়েছে ৩৯ জন। এছাড়া প্রেমের অভিনব ফাঁদে ফেলে ৭০ কন্যা শিশুকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

এছাড়া, চলতি বছরের গত ৮ মাসে মোট ৩২৯ জন কন্যাশিশু যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এই সময়ে পর্নোগ্রাফির শিকার হয়েছে ৩০ কন্যাশিশু।

২৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে বেসরকারি সংস্থা জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকে সিফোরাম 'কন্যাশিশুর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন' থেকে এমন তথ্য জানাযায়।

সংস্থাটি উল্লেখ করে, এই সময়ে অ্যাসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে দুইজন, অপহরণ ও পাচারের শিকার হয়েছে ১০৪ জন কন্যাশিশু। এরমধ্যে বাল্য বিয়ের শিকার হয়েছে ২৬০ জন, আর বাল্য বিয়ে বন্ধ হয়েছে ২১টি। এছাড়া ও বাল্য বিয়ে হয়েছে কিন্তু অভিভাবকরা স্বীকারোক্তি দেয়নি, এমন কন্যা শিশুর সংখ্যা ১ হাজার ৫২৫ জন। তবে সংস্থাটি জানিয়েছে ২০২২ সালের তুলনায় ২৩ সালে বাল্য বিয়ের সংখ্যা কমেছে ২৬ শতাংশ।

এ সময়ে মোট ২৬ জন গৃহশ্রমিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মাঝে ১৩ জন শারীরিক নির্যাতনের শিকার; ৩ জনকে নির্যাতনের পর হত্যাকরা হয়েছে এবং ১০ জন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এ সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয় ৩৬ জন কন্যা শিশু? এছাড়া নানা মুখী চাপে এই সময়ে আত্মহত্যা করে আরও ১৮১ জন। গত ৮ মাসে ১৩৬ জন কন্যা শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। এর অন্যতম কারণ ছিল পারিবারিক দ্বন্দ্ব, আগে থেকে পারিবারিক শত্রুতার জের ও ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতন ইত্যাদি। প্রথম ৮ মাসে ১১ জন কন্যা শিশুকে বিভিন্ন স্থানে ফেলে রেখে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া, এ বছর এখন পর্যন্ত ৩০৭ জন কন্যা শিশুর পানিতে পড়ে মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে ২৭ জন কন্যা শিশুর। এবং ৪৭ জন কন্যা শিশুর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে?

দেশের ৭০টি দৈনিক পত্রিকা এবং মাঠপর্যায় থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মোট ১৭টি ক্যাটাগরির আওতায় ৭০টি সাব-ক্যাটাগরিতে এসব তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে উপস্থাপনায় বলা হয়েছে?

২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের বিভিন্ন ধারায় নারী ভুক্তভোগীর ক্ষেত্রে মামলা হয়েছে সাড়ে ৮ হাজার। ৬৫ শতাংশের বেশি মামলা যৌতুক ও ধর্ষণের অভিযোগে। এই আইনে শিশু ভুক্তভোগী এমন মামলা হয়েছে ১ হাজার ৮৮৮টি।

২০২২ সালে উচ্চ আদালতের তথ্যানুযায়ী, ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত দেশের ৯৯টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ১ লাখ ৭৮ হাজার ২৩১টি। সবচেয়ে বেশি বিচারাধীন মামলা রয়েছে ঢাকার ৯টি নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালে। এ সংখ্যা ১৮ হাজার ২৫টি।

শিশু নির্যাতনের এই যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি, এর শেষ কোথায়?

গবেষণায় উঠে এসেছে, দেশের ৮৪ শতাংশ শিশু পারিবারিক গন্ডিতে ধর্ষণ থেকে শুরু করে অনাকাঙ্খিত শারীরিক স্পর্শসহ নানা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকে। এসব নির্যাতন বন্ধে দেশে ইতিবাচক আইন ও নীতিমালা আছে। কিন্তু আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও সচেতনতার অভাবে এখনো দেশে শিশু নির্যাতনের পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক।

জাতিসংঘ শিশু সনদ অনুযায়ী ১৮ বছরের কমবয়সি সবাই শিশু। সে অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশই শিশু। পরিবার পরিচালিত নিরাপদ নয়। নিম্ন, মধ্য বা উচ্চবিত্ত কোনো শ্রেণির শিশুই নিজের ঘর, বাহির বা বিদ্যালয়ে নিরাপদ নয়।

শিশুরা নানা রকম নির্যাতনে শিকার হয়। বিশেষ করে শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক সহিংসতা, শিশু বিবাহ, শিশু মাতৃত্ব ও যৌন হয়রানির ঘটনা বেশি ঘটে থাকে। শিশুদের প্রতি যৌন হয়রানির ঘটনা সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ। দেখাগেছে, নির্যাতিত শিশুরা পরবর্তী জীবনে নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় ভোগে। কেউকে উনিপীড়ক ও হয়ে ওঠে। দেশে শুধু মেয়ে শিশুই যৌন নির্যাতনের শিকার হয় এমন নয়; আশঙ্কাজনক ভাবে বাড়ছে পুরুষ শিশু যৌন নির্যাতনের ঘটনাও। আবার যৌন নির্যাতক কেবল পুরুষ নয়, নারী ও হতে পারেন যৌন নির্যাতক।

অন্যদিকে শিশু বিবাহের ফলে শুধু ওই শিশু একা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেনা। সেই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রসহ সবাই। যে শিশু তার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত হতে পারত, শিশু বিবাহের ফলে তা ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই শুধু শিশুদের জন্য নয়, রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে শিশু নির্যাতন বন্ধ করা একান্ত জরুরি।

২০২০-২১ সালে পরিচালিত 'ইনসিডিন বাংলাদেশ' নামের একটি বেসরকারি সংগঠনের জরিপ থেকে জানা যাচ্ছে, ৯৫ দশমিক ৮ শতাংশ শিশু নানা ভাবে ঘরে ইনির্যাতনের শিকার হয়। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি নিপীড়নের শিকার হয় মা-বাবা ও অভিভাবকদের দ্বারা। আর এসব নিপীড়ন চালানো হয় নিয়মানুবর্তিতা শেখানোর অজুহাতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের গবেষণা বলছে, শহর এলাকায় ৮৬ দশমিক ১ শতাংশ মা-বাবাই তাদের সন্তানকে শারীরিক নির্যাতন করেন, মানসিক নির্যাতন করেন ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ। কর্মজীবী শিশুদের শতভাগই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়।

অন্য একটি গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গ্রামীণ এলাকার ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সের ৩৫ শতাংশ শিশু সাইবার জগতে উৎপীড়ন, উপহাস, গুজব কিংবা অপমানের শিকার হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যৌন নিপীড়নের শিকার হয় শহর ও গ্রামের নবম ও দশম শ্রেণিতে পড়া ৫৬ শতাংশ কিশোর এবং ৬৪ শতাংশ কিশোরী। এ তথ্যগুলো খুবই উদ্বেগের। বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ১৬ কোটিজন সংখ্যার ৪০ ভাগ, অর্থাৎ প্রায় ৬ কোটির মতো শিশু। বলা হয়ে থাকে, শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। নিপীড়ন-নির্যাতনের মধ্যে বেড়ে ওঠা এই 'ভবিষ্যৎ' কেমন হবে, সেটা সহজেই অনুমেয়।

শিশুদের সুরক্ষায় দেশে আইন থাকলেও শিশু নির্যাতনের কারণে সাধারণত মামলা হয় না; তাই বলা যায়, আইন সেভাবে শিশুদের সুরক্ষা দিতে পারছেনা। শিশুদের জন্য জরুরি প্রয়োজন পরিবারের সদস্যদের সংবেদনশীলতা। শিশুদের প্রতি কেমন আচরণ করা উচিত, আর কেমন করা উচিত নয়, সে বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তাই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিশুদের যথাযথ অধিকার, শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে শিশুদের জীবনের মানউন্নয়নে অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন, উপবৃত্তি প্রবর্তন, বিনা মূল্যে বই বিতরণ, নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে। সরকার জাতীয় শিশু নীতি ও নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেছে। গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে বাল্যবিবাহ, নির্যাতন উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেলে ও এখনো প্রত্যাশিত হারে কমেনি। তাই শিশুদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে নিরাপদ ও সুষ্ঠু পরিবেশ, মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা এবং নির্যাতন ও নিপীড়ন মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে শিশুর প্রতি আপনজন সহ সবাইকে মানবিক আচরণ করতে হবে পাশাপাশি শিশুর নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চায় বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। ঘরে-বাইরে সব